মেয়েলি শব্দের ব্যাকরণ বদল

• ঝর্না রহমান

'মেয়েলি' কাজ বলতে কী বোঝায়– এমন প্রশ্নে বোধহয় পুরুষ সমাজ ভ্রু তুলে তাকাবে, কোনো উত্তর না দিয়ে ভাববে, এ আবার একটা প্রশ্ন নাকি! মেয়েরা যা করে তা-ই মেয়েলি কাজ! যুগ যুগ ধরে দেখছ না মেয়েরা কী কাজ করে! তারা রাঁধে-বাড়ে, ছেলেপুলের জন্ম দেয়, ঘর-সংসার করে, স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্ন করে। সংসারের যত কাজ আছে সবই তো মেয়েলি কাজ!

আর ছেলেরা যা করে তা কি ছেলেলি কাজ? আরে ছোঃ, ছেলেলি বলে আবার ব্যাকরণে কোনো শব্দগঠন আছে নাকি? ওটা হবে পুরুষালি। মেয়েলি কাজের সঙ্গে পুরুষালি কাজের শুধু যে নিরীহ শব্দগত বৈপরীত্য নেই তা সবাই জানে। মেয়েলি মানেই তুচ্ছ, অবজ্ঞেয়, হীন, ছোট, নগণ্য। সেটা মেয়েদের কাজ; চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন। নারী আর পুরুষে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। তা লৈঙ্গিক পার্থক্য। কিন্তু সেটা পৃথক জৈব বৈশিষ্ট্যই, বৈষম্য নয়। পৃথক বৈশিষ্ট্যের গুণে সন্তান ধারণ আর স্তন্য দান ছাড়া নারী আর পুরুষের মধ্যে কোনো কিছুতেই তফাৎ নেই। সমাজে কী কাজ আছে যা পুরুষ পারে কিন্তু নারী পারে না? আগে বলা হতো, শারীরিকভাবে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল। তাই সমাজের শক্তিসম্পন্ন কাজগুলো পুরুষই করতে পারে। আর মেয়েদের 'বুদ্ধি' বলে যে কোনো জিনিস আছে সেটা তো এই সেদিনও পুরুষরা মনেই করত না। তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যখন বিদ্যা বুদ্ধি মেধা প্রতিভায় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে, কোথাও কোথাও পুরুষের চেয়েও এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে লাগল তখন হয়তো বাধ্য হয়ে এসব কথা আর জোরেশোরে বলতে পারে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুরুষ যে মেয়েদের ধী প্রসঙ্গে বাঁকা নয়নে তাকায়, সে কথা কারো অজানা নয়। সে কারণেই আজকের যুগে মেয়ে যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধার হচ্ছে, যখন পর্বতচূড়া জয় করছে, যখন মহাশূন্যের পথে পাড়ি জমাচ্ছে, শিক্ষা-দীক্ষায় শিল্প-সাহিত্যে খেলাধুলায় আবিষ্কার-গবেষণায় কোনো কিছুতেই যখন পিছিয়ে নেই, তখনো মেয়েরা 'মেয়েলি কাজ'-এর অপবাদ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পাচ্ছে না কারণ মেয়েরা যতই জ্ঞানেগুণেবিদ্যায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখুক না কেন, 'ঘর-সংসার'-এর কাজ থেকে তার মুক্তি নেই। তাই অফিস ফেরত কর্তাটি বাড়ি ফিরে সাজানো ঘর, গোছানো বিছানা, এমনকি পরিপাটি সাজে স্ত্রীটিকেও তারই জন্য অপেক্ষমাণ প্রত্যাশা করেন আর কর্মজীবী নারীটি দশভুজা হয়ে সংসারের সব কাজ সেরে অফিসে বসেও টেলিফোনে ঘর সামাল দিতে থাকেন, আবার অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ঘরে পা দিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন ঘরকন্নায়। নারীর জন্য ঘরকন্না অপরিহার্য কিন্তু কখনই তা গুরুত্ব পায় না। তাই বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেয়া, থালাবাসন মাজা, কাপড় কাচা, চাল-ডাল-তেল-নুন-আনাজপাতির হিসাব রাখা– সংসারের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ তক সবই মেয়েদের কাজ। মেয়েলি কাজ। তুচ্ছ কাজ। মেধাহীন কাজ। শুধু কি কাজ, মেয়েদের জীবনাচরণ, জীবনাভিজ্ঞতা, জীবনবোধ সবই মেয়েলি বলে অভিহিত হয় মেয়ে-সম্পৃক্ত বলে নয়, মেয়েরা নির্বোধ, মেধাহীন– এমন ধারণারই ফলে। মেয়েদের লেখায় তাদের জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটলে তা 'মেয়েলি লেখা', লোকজ সাহিত্যে পল্লীনারীদের অন্তর্গত দুঃখবেদনার ক্রন্দনের সুরমথিত গান আর ব্রতকথাগুলো 'মেয়েলি গীত' আর 'মেয়েলি ছড়া' বলে অভিহিত হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েলি কাজগুলো পুরুষরা অবজ্ঞা আর নিন্দার চোখে দেখলেও এই কাজগুলোকেই শুধু তারা মেয়েদের 'কাজ' বলে গণ্য করে। যে মেয়েটি সাংসারিক কাজের চক্র থেকে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা সৃজনশীলতার অঙ্গনে প্রবেশ করল, তার সেই কাজটি 'কাজ' বলে গণ্য হয় না। বরং তার অনুপস্থিতিতে সংসারের ক্ষতিটুকুই বড় হয়ে ওঠে। সহানুভূতির ছলে বলতে শোনা যায়, 'আগে তো সে এক হাতেই দশজনের 'কাজ' করে ফেলত, এখন চাকরি-বাকরির জন্য সংসারের কাজ আর তেমন করতে পারে না। আর ঘর-সংসারের মেয়েলি কাজগুলো গুরুত্ব পায় না বলে একজন গৃহিণী নিজেও মনে করেন তিনি 'কিছু করেন না'।

পারিবারিক বাধা, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক বিধিনিষেধের দেয়ালগুলো পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে মেয়েরা। সুযোগ পেলেই মেয়েরা প্রমাণ করে দিচ্ছে তাদের মেধা আর ধীশক্তি কোনোটাই পুরুষের চেয়ে কম নয়

তারপরও সময় পাল্টেছে, মেয়েরা– শহরে তো বটেই, গ্রামেও, বেরিয়ে এসেছে। পারিবারিক বাধা, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক বিধিনিষেধের দেয়ালগুলো পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে মেয়েরা। সুযোগ পেলেই মেয়েরা প্রমাণ করে দিচ্ছে তাদের মেধা আর ধীশক্তি কোনোটাই পুরুষের চেয়ে কম নয়; বরং সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, ধর্মবোধ, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক গুণের স্বাভাবিক স্ফূর্তির ফলে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে বেশি দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু মেয়েদের মেধাকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে পুরুষের যত দৈন্য। নাটক সিনেমা বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, মেয়েরা সেখানে কীভাবে চিত্রিত হয়। রান্নাবান্না বা ঘর সাজানোকে মেয়েলি কাজ বলে অভিহিত করা হয়, দেখুন, সেসব কাজে মেয়েরাই কী শিল্পমাত্রা যোগ করেছে, যার ফলে রন্ধন হয়ে উঠেছে আধুনিক সমাজের এক কার্যকর শিল্প! ইন্টেরিয়র ডিজাইন– যা চিত্রকলার এক কলা, তার উদ্ভব তো মেয়েদের হাতেই ঘটেছে! এ দেশের গ্রামীণ মেয়েদের জীবনাভিজ্ঞতা আর শিল্পবোধ থেকে সৃষ্ট নকশিকাঁথা, মাটির দেয়ালচিত্র, পাটি, শিকা, মৃৎপাত্রে নকশা– এসব মোটিফ তো লোকজ শিল্পের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিদেশেও সমাদৃত। মেয়েদের হাতে বইখাতা দিন, কম্পিউটার দিন, রঙতুলি দিন, বাদ্যযন্ত্র দিন, ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি দিন– দেখুন হাতাখুন্তি ঝাঁটাঝাড়ন সুইসুতা হাণ্ডিভাণ্ডির হাতগুলো সমাজে কি তোলপাড় ঘটিয়ে দিতে পারে! ■

লেখক : কথাশিল্পী, কবি, সহযোগী অধ্যাপক, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ